প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

জাগৃতি

হাওড়া ফিল্মসের নিবেদন

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনী অবলম্বনে

জাগৃহি

পরিচালনায় :—জাগৃহি পিকচার্স।

পরিচালক :—হিতেন মজুমদার।

গীত রচনায় :—

চারু মুখোপাধ্যায় ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনায় :—

আশু গাঙ্গুলী

শৈলেশ রায়

শব্দযন্ত্রী : কে, এস, ভিরদি — দৃশ্যসজ্জা : প্রফুল্ল নন্দী ;

সম্পাদনায় : বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী ও ভোলা আঢ্যি।

আলোক চিত্রকর : ডি, মেহ্‌তা, — শিল্প নির্দ্দেশক : তারক বোস

রূপ সজ্জায় : তিনকড়ি অধিকারী — ব্যবস্থাপক : শরৎচন্দ্র সাধুখাঁ

স্থিরচিত্র : রোশন লাল — যন্ত্র সঙ্গীত : গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এইচ, কে, দত্ত, ভুবন মোহন দে, এন, কে, ঘোষ।

নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী :
ধীরেন মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য,
বাণী ঘোষাল, পুতুল কুশারী,
শচীন গাঙ্গুলী (ববি)।

সহকারীগণ

সম্পাদনায় : সৌরেন গুপ্ত, যামিনী নন্দন, অনন্ত ঘোষ, শৈলেন চট্টোঃ।

সঙ্গীতে : প্রহ্লাদ গাঙ্গুলী। আলোক সজ্জায় : রাম অযোধ্যা, আর, এস, বেদী।

রূপ সজ্জায় : বটু, অনন্ত। শব্দ যন্ত্রে : ডি, এন, পাল, এ, এন, চট্টোঃ।

দৃশ্য সজ্জায় : ছেদী মিস্ত্রী, গোবিন্দ ঘোষ।

চিত্র পরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী লিঃ।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে ও বসু মুখার্জী এণ্ড কোং-র তত্ত্বাবধানে
ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

প্রচার চিত্র পরিবেশক : চিত্ত দত্ত ও তিনকড়ি দাস।

পরিবেশক—জাগৃহি পিকচার্স।

৬৫এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

ভূমিকায়

জহর গাঙ্গুলী

৺ফণী রায়

ফণী বিদ্যাবিনোদ

তুলসী চক্রঃ

৺কুমার মিত্র

সমর মিত্র

ভানু বন্দ্যোঃ

নৃপতি চট্টোঃ • সতীপ্রসাদ • আশু বোস

বোকেন চট্টোঃ • বাণী বাবু • ধীরেন (১)

চিত্ত • ধীরেন (২)

গীতা সোম • প্রমিলা ত্রিবেদী • মনোরমা

নিভাননী • শান্তা দেবী • আরও অনেকে।

কাহিনী

মানুষেরে ঘৃণা করি অপমান করিয়াছ
আপনার প্রাণের ঠাকুরে।
যারে তুমি রাখিয়াছ নীচে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা জ্ঞানবেত্তা মহাপুরুষের বাক্য যে কত বড় সত্য 'আজ' বাঙ্গালী মনে প্রাণে বুঝতে পাচ্ছে। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে বঙ্গ 'সমাজ' আজ অধঃপাতের চরম সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

ঈশান ছিল ব্রাহ্মণ সন্তান। অতি শৈশবে পিতার হয় মৃত্যু। ঈশানের মা ছিলেন অতি সুন্দরী। তাঁর সৌন্দর্য্যই হল কাল। দুর্বৃত্ত সমাজপতি গুণ্ডা দিয়ে করল অপহরণ। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ সন্তান আশ্রয় পেল এক কৈবর্ত্তের ঘরে। কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্ত সমাজপতি দুর্বৃত্তের ভয়ে তাকে আশ্রয় দিতে সাহস করিল না। খবর পেয়ে, ঈশানের পিসীমা তাকে নিয়ে এলেন নিজের গ্রামে। সেখানেই সে মানুষ হতে লাগল। মানুষকে জাত হিসেবে কোন দিনই দেখতে সে শেখেনি। জাতি নির্ব্বিশেষে মানুষকে ঈশান ভালবাসত। হাড়ী বাগ্দি প্রভৃতি ছোট জাত বলে ব্রাহ্মণ ঈশানের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় নি কোনদিন, সকলের আপদে বিপদে সরল দেহে ও সবল মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল ঈশানের স্বভাব। গ্রামের ভদ্র এবং ব্রাহ্মণ সমাজ হল খড়্গহস্ত। ফলে সংঘর্ষ হয়ে উঠল অনিবার্য। ভাল মানুষ পিসীমার সব চেষ্টাই ঈশানের কাছে বিফল হল। জমীদারের দেবসেবার ভার সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করল; বেছে নিল মানুষের প্রাণের ঠাকুরের সেবা, সমবেত ব্রাহ্মণ সমাজের ভ্রুকুটি করল উপেক্ষা।

ফলে জমিদার কন্যা এবং ক্ষমতা অন্ধ নায়েব চন্দ্রমোহনের সমস্ত শক্তির প্রয়োগ হল ঈশানের উপর। নির্ভীক ঈশান জানিয়ে দিলে, যে মন্দিরে দেবতা থাকেন সে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার সমস্ত ভক্তেরই আছে, দেবতার কাছে কোন ছোট বড় জাত নেই। সবই তার সন্তান। জমীদারের দল মানতে রাজী নয় সে সত্য। ফলে হল সংঘর্ষ—ঈশান সবাইকে ডেকে বল্লে যে দেখ ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে এরা ভুলে যাচ্ছে যে কৃষ্ণ রাজার ঘরে জন্মেও গোকুলে চলে এলেন সেই কৃষ্ণকে এরা আজ মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। তোরা সব জেগে ওঠ। "জাগৃহি" দেবতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার তোদের সকলেরই আছে। নিজেদের অধিকার থেকে কেউ তোদের বঞ্চিত করতে পারবেনা। জমীদার পাইকদের লাঠি পড়ল ঈশানের মাথায়, রক্তে ধৌত হ'ল দেবতার মন্দির। মহৎ কার্য্যে মহাবলির প্রয়োজন। ঈশানের 'রক্তের' পরিবর্ত্তে মানুষ পেল কি তার সত্যিকার অধিকার?

যে সত্য ঈশান উপলব্ধি করতে পেরে ডাক দিয়ে ছিল, দলিতদের তারা পেরেছিল কি সে ডাকে সাড়া দিতে, করেছিল কি উপলব্ধি? পেল কি তাদের সাধনার সাফল্য?.........

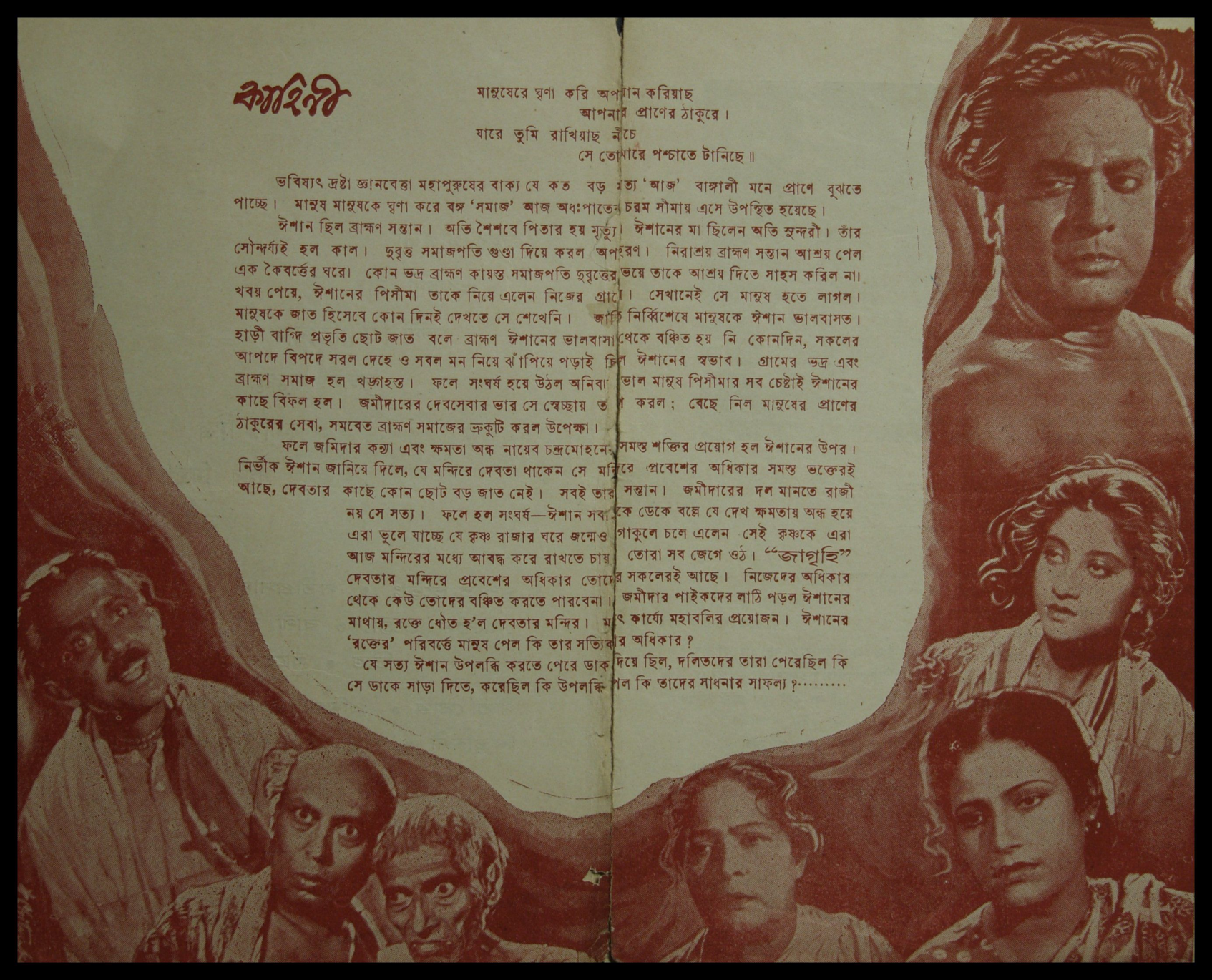

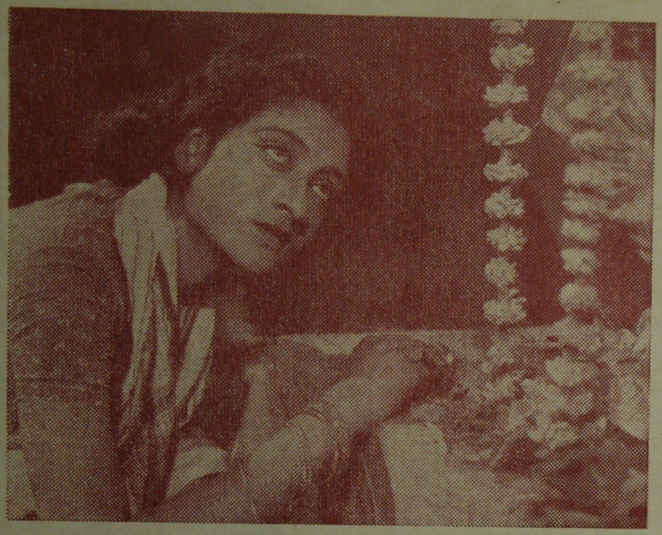

গান

—০—

(১)

বধূ এ কথা কহি-গো কারে—
দেবালয় তুলে যারা গেলো ভুলে (কৃষ্ণ কানাইয়ারে)
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাহারে বাধিয়া রাখিতে নারি'ল রাধা
সে রহিবে হায় পাষাণ কারায় (চূয়া চন্দনে বাঁধা)
সে বাঁধা যে রয় না চূয়া চন্দনে বাঁধা সে রয় না
ফুল মালায় কানু মোর বাঁধা যে রয় না
চূয়া চন্দনে বাঁধা

পেল যার কোল বলি হরি বোল কত চণ্ডাল মুচি
তারে ঘরে আনি দোর দিল টানি করিল গো
তারে শুচি।

তারে শুচি করিল, গঙ্গাজল দিয়ে শুচি করিলো
তুলসী দিয়ে তারে শুচি করিলো.
পঞ্চগব্য আর ধূপ ধুনা দিয়ে প্রেমের কানাইকে
শুচি করিলো
করিলো গো তারে শুচি ॥

ছুঁইতে চরন করিল বারণ বলি হায় কারে অস্পৃশ্য
লাগিলে গো ছোঁয়া জাত যাবে খোয়া কৃষ্ণ হবে গো নিঃস্ব
রচিলো যে এই বিশ্ব সেই কৃষ্ণ হবে-গো নিঃস্ব।

দেবালয় যারা রচিলো গো তারা
ভাবিলো না হায় ভুলে।
রাজার ঘরেতে জনম লভিয়া
কেন এলো গোকুলে।
কেন গো এলো ননীচোরা হয়ে কানু
কেন গো এলো রাখালিয়া বেশে কানু,
কেন গো এলো ধেনু, চরাইতে কানু।
কেন এলো গোকুলে ॥

(২)

চোখের জলে যায় যদি মোর
স্বপ্নে রাঙা দিন গুলি
তবে কেন ঘুম ভাঙ্গালে
সুপ্ত বীনায় সুর তুলি ?
কেন দখিন সমীরনে
ফুল ফোটালে বনে বনে
যদি জান এ কাননে
গাইবে না গান বু'ল বুলি।
কুঁড়ি আমার ঘুমিয়ে ছিল
সবুজ পাতার আড়ালে
অরুণ আলো কেন গো হায়
তার বুকেতে ছড়ালে ?
এ নিশি না প্রভাত হতে
যদি জান ঝরবে পথে
তবে কেন দিলে গো তার
রুদ্ধ প্রানের দোর খুলি ?

(৩)

ওরে অবুঝ মন
যা রহিবেনা তা আগলে বসে
থাকবি কতক্ষণ
বালির চরে বেঁধে বাসা
করেছিলি সুখের আশা
জোয়ার জলে শেষ হলো তোর
সকল আয়োজন।
এই জীবনের বেচা কেনায়
কেউ করেছে জয়
কেউবা আবার হারিয়ে ফেলে
যা কিছু সঞ্চয়।
যাবার বেলা শূন্য তরী
চোখের জলে বোঝাই করি
একলা ঘাটে ফিরবে আবার
সবহারা সেই জন ॥

(৪)

প্রভু এই নিবেদন করি,
তোমার প্রেমে এবার আমার
চিত্ত তোল ভরি।
যে কামনা নিশি রাতে
স্বপন রচে আঁখি পাতে
সে কামনা দূর করো মোর
নাও গো ব্যথা হরি ॥
জাগিও না আর মনের মাঝে মিছে রঙিন আশা।
নীরব করে দাও যত মোর বুকের গোপন ভাষা।
এ জীবনের স্বপন ব্রত
এবার ভীরু লতার মত
উঠুক বেড়ে ধীরে ধীরে
তোমার চরণ ধরি।

(৫)

গাও কৃষ্ণ নাম গুণগান সমর্পিয়া মন প্রাণ
ডাকিবার মত ডাকিলে নিয়ত শোনেন যে ভগবান
তার লাগি যদি, যায় নিরবধি শুধু প্রাণ ভরে কাঁদা।
অমিয় রতনে শতেক যতনে রহেনা সেযে গো বাঁধা।
বাঁধা যে রয় না, অমিয় রতনে বাঁধা যে রয় না
বাঁধা যে যায় না অমিয় রতনে, অমিয় রতনে
শতেক যতনে ফুল মালা দিয়ে বাঁধা যে যায় না
রহে না সে যে গো বাঁধা ॥
দেউল দুয়ার খুলেছে যে তার আমাদের ডাকে তাই
শুচি অশুচি ব্রাহ্মণ মুচি আজ ভেদা ভেদ নাই।
কাজ কি আছে, ভেদাভেদের কাজ কি আছে।
সবাই সমান কানুর কাছে ॥
চরণের ধূলি নাও সবে তুলি মাথো মাথো সারা অঙ্গে
ও চরণ ছাড়া সবই হবে হারা যাবেনা কিছুই সঙ্গে ॥
ভেদা ভেদ নাই শুচি অশুচি আজ
ভেদা ভেদ নাই ব্রাহ্মণ মুচি আজ
শুচি অশুচি ব্রাহ্মণ মুচি আজ ভেদা ভেদ নাই
আজ ভেদা ভেদ নাই, শুচি অশুচি ব্রাহ্মণ মুচি
আজ ভেদা ভেদ নাই
গাও কৃষ্ণ নাম গুন গান।

— পরবর্ত্তী আকর্ষণ —

?

?

?

জাগৃহি পিকচার্স (৬৫/এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩) কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ডি. সি. বোস এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ (৬৫/বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩) হইতে মুদ্রিত।